বন্ধু তুমি – লুৎফুর রহমান চৌধুরী রাকিব

পরাণের বন্ধু তুমি
যেওনা আমায় ছেড়ে
তুমি ছাড়া কেমন করে
থাকবো একা ঘরে।

পাগল এই মনটা আমার
শুধু ছটপট ছটপট করে
কিছুতেই বুঝ মানে না কেঁদে কেঁদে মরে।

তুমি বিনা প্রেম নগর রয়েছে শূন্য পড়ে
এই ভরা যৌবন বলো
কেমনে রাখি ধরে।

মনের সুন্দর জায়গাটুকু রেখেছে আবর্জনা ঘিরে সব অভিমান ভুলে গিয়ে ফিরে এসো মোর নীড়ে।

কতকাল থাকবো বলো
একা আমি পড়ে
তোমার জন্য দিবানিশি চোখের জল ঝরে।

তুমি ছাড়া বসতে দেবোনা কাউকে যৌবনের তীরে—
যতদিন পর্যন্ত আসো না তুমি আমার শূন্য জীবনে ফিরে।

নষ্ট – শেখ ফয়জুর রহমান

তিক্ত কথায় সভা নষ্ট ,
ফসল নষ্ট শিলে ।
ঘোরাফেরায় ছাত্র নষ্ট ,
কাঁঠাল নষ্ট কিলে ।

অতি খাওয়ায় পেটটা নষ্ট ,
ময়লায় নষ্ট নদী ।
উৎপীড়নে রাজ্য নষ্ট , নষ্ট রাজার গদি ।

মেয়াদ শেষে পণ্য নষ্ট , আলপথ নষ্ট জলে ।
রোদে- কাটা সবজি নষ্ট ,
বরফ নষ্ট গলে ।

নষ্ট চিন্তায় সমাজ নষ্ট ,
নষ্ট সবার মাথা ।
নষ্ট মাথা পষ্ট করতে
নষ্ট হল ছাতা ।

ছেলে হবে নেতা – মোঃ আতিকুর রহমান

ঘরে মায়ের ভাত জোটে না
ছেলে হবে নেতা
তাই না দেখে মায়ের বুকে
বাড়ে ভীষণ ব্যথা।

মায়ের বারণ শোনে না সে এদিক ওদিক ছোটে
বড় নেতার গুনের গান যে থাকে সদা ঠোঁটে।

লোকের বাড়ি কর্ম করে মায়ে যোগায় আহার
ঘরে এসেই খায় সে মায়ের জোগাড় করা খাবার।

হঠাৎ সেদিন ধরলো মাকে একটা কঠিন রোগে
বিনা সেবায় মরলো সে মা
কঠিন রোগে ভুগে।

মা হারিয়ে বুঝলো ছেলে
সবই ছিলো বৃথা
মায়ের দুঃখে এখন যে তার
বুকে জ্বলে চিতা।

তবুও জীবন – নাসরীন জামান

তারা ঝিলমিল আকাশের নীল
মনের আকাশে মেঘ
রংধনু হাসে বৃষ্টিবিলাসে
দু’চোখে জলের বেগ।

রোদে ঝলমল পুকুরের জল
বুকে টলমল দুখ
রক্তকমল পাপড়ি কোমল
সুখ খুঁজি তাতে সুখ।

প্রভাতিয়া রবি আঁকে রাঙা ছবি

চোখে নামে কালো রাত
ধবল জ্যোৎস্না প্রেমজ্যোতি কণা মন তাতে পাতে হাত।

গোধূলিয়া বেলা খেলে রং খেলা জীবন সাজে না আর
কবিতার কবি আঁকে সেই ছবি
কথা তার ব্যথাভার।

সোনারোদ হাসে সুখতরী ভাসে
আসে না নতুন ভোর
তবুও জীবন দেখে যে স্বপন
প্রেমে বাঁধা বাহুডোর।

মায়ের আদর – বিধান

বৃষ্টির দিনে ঘরে আমি
লিখতে বসি ছড়া,
ডাক দিল মা তখন আমায়
নাড়লো দরজার কড়া।
দরজা খুলে দেখলাম আমি
মায়ের মুখের হাসি,
বলছি মাগো তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি।
পাগল ছেলে বলে মা যে বুকে টেনে নিলো,
মায়ের আদর পেয়ে আমার দু:খ যে দূরে গেলো ।

এ-দেশ আমার সকল জাতির – সোমা মুৎসুদ্দী

এদেশ আমার সকল জাতির
সকল সম্প্রদায়ের।
এদেশ আমার পূর্ব পুরুষ
বাবা এবং মায়ের।

এদেশ আমার ঈদ ও পূজার মিলেমিশে খুশি ভাগ।
এদেশ আমার লাখো শহীদের
জয় বাংলার ডাক।

এদেশ আমার হিন্দু মুসলিম
বৌদ্ধ ও খৃষ্টানের।
এদেশ আমার পাহাড় নদী
পাখির কলতানের।

স্বপ্ন দেখুক – শিমুল হোসেন

কূল ভেঙে নয়,
ভুল ভেঙে যাক
মন ভেঙে নয়, হৃদয়ে হৃদয়
মানবপ্রীতির বাঁধ ভেঙে যাক।
আলো সেতো নয়,
আঁধার কাটুক
ভোরের আলোয় সব মানুষের হিংসা বিভেদ দ্বন্দ্ব কাটুক। নীল রঙে নয়,
সবুজে ভরুক

□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□
□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□ □ □□□ – □□□ □ □□□□□

□□□□□ □□□ □□ □□□, □□□□□□□ □□□□□□□;
□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□
□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□
□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□
□□□ □□□□□□□,□□□ □□□□□□□□□,
□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□,
□□□ □□, □□□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□, □□□ □□□□□ □□□ □□;
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□,
□□□□□□□□ □□□□ □□□,□□□□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□,□□□□□□□□□ □□□,
□□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ – □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□ □□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

গাঁজায় যখন মুসলিম শিশু ঝরায় রক্ত, কোথায় থাকে তখন বুজুর্গ আর ভক্ত? খাওয়ার সময়তো হিসেব নিকেশ নাই,
মুখের কথার ব্যালেন্সও যেন শকুনে খায়। সুবিধাবাদী ইসলাম চুষে ফায়দা লুটছে, প্রতিবাদের ঝড়ে অন্যদেশ তেলে ফুটছে। ইসরায়েলের চালে বের হয় না আমেরিকা,
তখন তালেবানী ইহুদি খুঁজে বিমানের পাখা! রোহিঙ্গা মরে মায়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষু খুশি, বৌদ্ধ মন্দির ভাঙলে তখন মারে কপালে ঘুষি। বাংলায় যখন খেতে পায় না অমানুষের দল, বৈশ্বিক দুষ্ট রাজে করে দেশ বরবাদের ছল। মুখে দেয় সম্প্রীতি আর অসাম্প্রদায়িক ভাষণ, কাজেকর্মে স্বজাতি বহালে দেয় সর্বোচ্চ আসন। বগলে খুঁতখুঁতি দিয়ে হাসতে নেইকো মানা, তোমরা কি মনে করে সব মানুষই কানা? মুসলমানের আযান শুনে কে দেয় উলুধ্বনি? জেলের মাছ খায় না মুসলিম তাতো শুনিনি!
রাম রহিমের সিনেমা দেখে জীবন হলো শেষ,
এখন দেখি রোমিও জুলিয়েট ভাবে আছে বেশ! হত্যার বদলে হত্যা,আগুনের বদলে আগুন, মাল্টার বদলে টমেটো বাগান আনে যেন ফাগুন!

ওযু করে দেখে জি বাংলায় সিঁদুরের যত কথা, গোপালভাঁড়ের কান্ড দেখে হেসে উঠে ব্যথা! দাঙ্গা করে শরীফ লোকের ছায়া যত শিকারী, কলের পুতুল মজা করে খাচ্ছে কচি নেহারী। বিদ্বেষের তীর ধনুক অগ্রে ধর্মে বাঁধায় কারা? তারা কোন ধর্মের নয়;উৎরে যাওয়া ভাঁড়া। মানুষ পরিচয়ে মানুষই ঘটাবে সুমতি বিষ্ময়, শান্তির বারতা বিশ্বে মানুষই আনবে নিশ্চয়।

জল নূপুর – গোলাম আযম

জল নূপুরের তালে তালে
বৃষ্টি খেলা করে,
মায়াবী এই দৃশ্য দেখে
মনটা নড়েচড়ে।
পদ্মপাতার উপরেতে
শিশির টলমল,
চাঁদের মতো দেখে হাসে খোকাখুকির দল।
জল নূপুরের শ্রুতিমধূর ধ্বনি যখন শুনি,
ধ্বনি শুনে মনের কোণে স্বপ্ন হাজার বুনি।